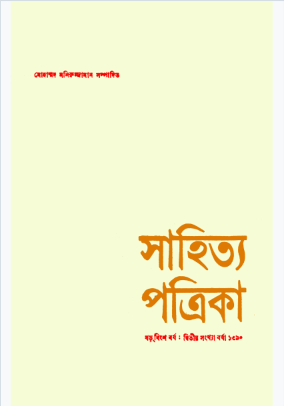

Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বসন্তকুমারী নাটক [প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা]

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.3
Pages	50-62
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বসন্তকুমারী নাটক

[প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা]

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

মীর মশাররফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী নাটক'[১]-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে। ভিতরের প্রচ্ছদে তারিখ দেওয়া আছে—সম্বৎ ২৯ (অর্থাৎ খ্রীস্টাব্দ ১৮৭২ বা ১৮৭৩)। 'বিজ্ঞাপন' অর্থাৎ লেখকের নিজের ভূমিকায় তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৫ই মাঘ ১২৭৯ সাল। এ তারিখ থেকে হিসাব করলে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ জানুয়ারীর ত্রিশ বা ফেব্রুয়ারীর ১লা তারিখ পাওয়া যায়। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য 'বিজ্ঞাপন'টি উদ্ধৃত হলো :

> আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল। বাসন্তী সুগৌরভ এ কুসুমে বিদ্যমান আছে কিনা নিজে আমি সেটি জানিনা। শ্রবণেন্দ্রিয় বিহীন শ্রবণের দর্শনেন্দ্রিয় বিহীন দর্শনের আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিহীন ঘ্রাণের স্বভাবসিদ্ধ গৌরব অবগত হয় না। সাহিত্য অবয়বে আমিও সেইরূপ স্বভাবের দৈহিক গৌরবে অন্ধ বিমূঢ়।
>
> নাট্য প্রিয় সাহিত্যবন্ধুগণ আমার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ করুণা বিতরণ করিয়া এই অভিনব নাটকের কুসুমিতা নায়িকা বসন্তকুমারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একবার সস্নেহ কটাক্ষপাত করিলে পরম কৃতার্থ হইব। নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম; ইহাতে নানা দোষ সম্ভাব অবশ্যম্ভাবী; যে সকল দোষ আর যে সকল ভ্রম থাকিল অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিয়া উৎসাহ দান করিবেন এই আমার প্রার্থনা।
>
> পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করি, মদীয় অকপটপ্রিয় মিত্র সাহিত্যানুরাগী শ্রী যুক্ত মৌলবী বজ্লল করিম সাহেবের উৎসাহে আমি এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। কৃতকার্য হইলাম কিনা, সাধারণ সাহিত্য সমাজের বিচার্য্য।
>
> কুষ্টিয়া, লাহিনী পাড়া   শ্রী মীর মশাররফ হোসেন।[২]
> ১৫ মাঘ ১২৭৯

পুস্তকটি তিনি নবাব আবদুল লতিফকে 'উপহার' দিয়েছিলেন—'উপহার' অংশটি এরূপ :

> পরম শ্রদ্ধাস্পদ
> শ্রী যুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ
> খাঁ বাহাদুর শ্রদ্ধাস্পদেষু
>
> মহামহিম মিত্র।
>
> আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন। বিশেষতঃ আমার প্রতি আপনার অকপট অকৃত্রিম স্নেহ। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি আপনি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

স্নেহ আর অনুরাগের বসম্বদ হইয়া আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ইন্দ্রপুর-রাজকুমারী এই বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার উদার চিত্ততা ; মিত্রানুরাগিতা এবং সাধারণ সমাজানুরাগিতার বিশেষ যত্ন দেখিয়া আমি এই বহু যত্ন প্রসূত বসন্তকুসুমমালিকা বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। সাহিত্য উদ্যানে বিচরণ করিবার ফলস্বরূপ এই আমার একটি নব-কুসুম। প্রত্যাশা করি : এই কুমারীকে আপনি সস্নেহ- নয়নে দর্শন করিয়া সযত্নে রক্ষা করিবেন।

ভবদীয় স্নেহপাত্র
চিরকৃতজ্ঞ
শ্রী মশাররাফ হোসেন

প্রথম সংস্করণটি ''কলিকাতা—নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯'' থেকে মুদ্রিত এবং মুদ্রাকর ছিলেন শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ শেষে ইংরেজীতেও মুদ্রাকর ও ছাপাখানার নাম মুদ্রিত হয়েছে : Printed by S. P. Chatterjee at New Bengal Press.

বসন্তকুমারী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে, ইংরেজী তারিখ ১৮৮৭ বা ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দও হতে পারে। গ্রন্থটি আইনদ্দীন বিশ্বাস দ্বারা প্রকাশিত এবং ময়মনসিংহের চারুযন্ত্রে ম্যানেজার শ্রী উমাকান্ত রক্ষিত কর্তৃক মুদ্রিত।

বসন্তকুমারী নাটকের প্রথম সংস্করণ আমি বিলেতে থাকা কালে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করি। এবং ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে উক্ত গ্রন্থটি 'বইঘর' কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। তখন পর্যন্ত আমার হাতে দ্বিতীয় সংস্করণের কোন কপি না থাকাতে আমি দুই সংস্করণের পাঠভেদ আদৌ আছে কিনা তা জানতে পারিনি এবং ফলে তার পাঠভেদ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। পরে রাজশাহীস্থ বরেন্দ্র মিউজিয়ামে এ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের[২] একটি পুস্তক দেখতে পাই। উক্ত সংস্করণের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের বিস্তর পাঠ-ভেদ লক্ষ্য করি। উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পূর্ণ একটি নূতন দৃশ্যও (রঙ্গভূমি) সংযোজিত হয়েছে এবং এ দৃশ্যটি ছাড়া অনেক স্থলে অনেক সংযোজন লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমী মশাররফ রচনা সম্ভার (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ করেছে ; উক্ত 'রচনা সম্ভার'-এর সম্পাদক হলেন কাজী আবদুল মান্নান। বসন্তকুমারী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ উক্ত খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সম্পাদক সাহেব প্রথম সংস্করণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদের কথা বা অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোজনার কথা আদৌ উল্লেখ করেন নি।

এই পাঠ ভেদের ফলে বা দৃশ্য সংযোজনের ফলে নাটকের কাহিনী নির্মাণে বা চরিত্র সৃষ্টিতে খুব যে একটা পরিবর্তন এসেছে তা নয়, বরং দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষা ব্যবহারে নাট্যকার কোথাও কোথাও অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার এমন ত্রুটি হওয়া আদৌ সমীচীন ছিলনা, মুদ্রাকর প্রমাদও অবশ্য কিছু কিছু আছে। প্রথম সংস্করণে নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক, এবং প্রথম দুই অঙ্কে চারটি করে দৃশ্য [নাট্যকার 'রঙ্গভূমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন] এবং তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। অবশ্য সেকালের নাটকের রীতি অনুযায়ী প্রথমে আছে 'প্রস্তাবনা'। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, আর তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য রয়েছে।

নাটকের প্রধান চরিত্র রেবতী, যদিও নাটকের নাম বসন্তকুমারী। বৃদ্ধরাজা বীরেন্দ্র সিংহের দ্বিতীয়া স্ত্রী যুবতী রেবতী। বীরেন্দ্র সিংহের যুবকপুত্র নরেন্দ্রের প্রতি রেবতী

প্রেমাসক্ত হয়। কিন্তু প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রেবতী নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে এবং রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জনের দণ্ড দান করেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বসন্তকুমারীও সহমৃতা হন। সংক্ষেপে নাটকের এই হচ্ছে কাহিনী।

এ নাটকের প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেখানোই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২৭, পাইকার চেয়ে বড় অক্ষরে ছাপা, ডবল ক্রাউন ১/১৬ সাইজের চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট আকারের কাগজে নাটকটি মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯, মূল্য ছিল আট আনা মাত্র।

পাঠভেদের দৃষ্টান্ত

প্রথমে 'প্রস্তাবনা': এখানে নটের স্বগত উক্তি।

প্রথম সংস্করণে স্বগত উক্তি এরূপ: 'অদ্য আমার জন্ম সফল হলো'—দ্বিতীয় সংস্করণে এ-উক্তির পর আছে: 'নয়ন চরিতার্থ হলো'। প্রথম সংস্করণে এই স্বগত উক্তিতে আছে: 'তখন সভাস্থ দীপমালা', দ্বিতীয় সংস্করণে আছে—'তখন দীপমালা'।

নটীর উক্তি প্রথম সংস্করণে এরূপ: 'একে মুসলমান তাতে আবার উত্তরে বাঙ্গাল। জানতেই পাচেছন'। দ্বিতীয় সংস্করণে আছে: 'হাজার হোক মুসলমান'।

নটের উক্তি প্রথম সংস্করণে এরূপ: 'প্রিয়ে দেখাই যাক। ভাল না হয়—,আমরাই নেচে গেয়ে এঁদের মনোরঞ্জন কোরবো'।

এখনে দ্বিতীয় সংস্করণে নটীর কথার জবাবে নট দ্বিতীয় সংস্করণে যা বলছে তা-ই মনে হয় যথার্থ। দ্বিতীয় সংস্করণে নটের উক্তি এরূপ: 'এমন কথা মুখে আনিওনা। ঐ—সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচেছ'।

বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদেই দেশের সর্বনাশ হচেছ নটের এ-উক্তি প্রথম সংস্করণে ছিলনা। নিঃসন্দেহে এটি দ্বিতীয় সংস্করণে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নটের এই উক্তির জবাবে নটী প্রথম সংস্করণে যা বলেছিলেন, তা দ্বিতীয় সংস্করণে একটু ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে: 'নাথ ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য'। প্রথম সংস্করণে 'নাথ ক্ষমা করবেন' এ-উক্তিটুকু ছিলনা।

এবার নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম রঙ্গভূমিতে পাঠভেদ দেখা যাক। প্রথমেই—প্রিয়ম্বদের স্বগত উক্তি দেখা যাক। প্রথম সংস্করণে তার উক্তি সংক্ষিপ্ত: 'মহারাজ ত ঘুমিয়েছেন এই অবসরে রাজ বিছানায় বোসে মনের সখটা মিটিয়ে নিই'। দ্বিতীয় সংস্করণে এই উক্তি অনেকাংশে বর্ধিত: 'মহারাজ ত ঘুমিয়েছেন, এই অবসরে রাজ-বিছানায় বোসে মনের সখটা মিটিয়ে নিই। বা বা কি নরম। বালিসে ঠেস দিলে মন আর কিছুই চায়না; কি সুখ। উহ্ কি মজা। সাধে কি বড়লোকে বালিস নিয়ে গড়াগড়ি যায়। রাজ-তক্তে বসিলে[8] মনের গতিও ফিরে যায়। এখন দিই হুকুম। মারি গর্দান। না না এই সোনার নলে টান দিয়ে বরাদ্দটা বুঝি। ডাবা, ফরসী গুড়গুড়ি সেত আছেই এর ভিতরের মার পেঁচটা কি? মরি আর বাঁচি এ সোনার হুকয় একটান দিবই দিব।' তার পর প্রিয়ম্বদের জবাব প্রথম সংস্করণে আছে—'চোলবে কি? আপনি যদি পুনরায় বিবাহ কোত্তেন'। দ্বিতীয় সংস্করণে এ-উক্তি আরও দীর্ঘ: 'চোলবে কি? বলব কি? মহারাজ কোরবো কি? যা তাই। সেই ফাক ফাক। তবে আপনি যদি পুনরায় বিবাহ কোত্তেন'।

মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার উক্তি প্রথম সংস্করণে এরূপ : 'রাণীর লোকান্তর হওয়া অবধি সর্বদাই দুঃখিত মনে কাল কাটাচিচ'। দ্বিতীয় সংস্করণে এ বাক্যের শেষে আর একটু খানি সংযোজন আছে : 'বলতে কি তিলার্দ্ধ কালের জন্যও আমি সুখী নই।'

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

রাজা ও প্রিয়ম্বদের কথোপকথনে প্রথম সংস্করণে প্রিয়ম্বদের উক্তি এরূপ : 'উঁহুঁ মহারাজ। ও কথা শুনলেম না ; ও কথা শুনলেম না। ফুল দেখলে মন খুশী এ ও কি কোনো কাজের কথা। হুঁ—পেট ভরে আহারটি না করলে হাজার শোঁকো হাজার দেখো কিছুতেই মন সুখী নন। দেখুন এই উদর ইনি পূর্ণ না থাকলে ফুল না শুঁকলেও মন সুখী হয় তবে রাজ রাজড়ার মন কেমন বলতে পারিনা। তা—যাই বলুন মহারাজ। ও সকল ফুল গাছের চেয়ে আম কাঁঠাল আর নারিকেলের বাগান এই এইখানে হলে বড়-আনন্দের বিষয় হতো। আহা যদি—সেই সকল গাছই থাকতো, তাহলে কি শর্মারাম রুক্ষ পেটে খালি হাতে ফিরে যান। হুঃ।' দ্বিতীয় সংস্করণে এ উক্তিটি যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছে : 'মহারাজ। ও কথা শুনলেম না। ও কোন কথাই নয়। ও শুনবার যোগ্য কথা নয়। ফুল দেখলে মন খুশী হয় এ-ও কি একটি কথা। কোথায় ফুল আর কোথায় মন। সম্বন্ধও ভারি। কি মজার কথা ছোবনা খাবনা ; দেখেই খুশী এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ। মহারাজ। পেট ভরে আহারটি না করলে হাজার শোঁক ও হাজার দেখো, কিছুতেই মন খুশী নন।। দেখুন এই উদর এই অর্থ ভাণ্ডার ; ইনি পূর্ণ না থাকলে ফুল না শুঁকলেও মন খুশী হয়, চক্ষুর প্রীতি জন্মে, তবে রাজা রাজড়ার মন কেমন বলতে পারিনা তা যাই বলুন মহারাজ। ও সকল ফুল গাছের চেয়ে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, জাম, জামরুল, পিচ, লিচু আর শাক কচুর গাছ হলে বড় আনন্দের বিষয় হতো। আহা যদি এই সকল গাছই থাকতো, তাহলে কি শর্মারাম রুক্ষ পেটে খালি হাতে ফিরে যান ?' একস্থলে প্রথম সংস্করণের কোন একটি উক্তি দ্বিতীয় সংস্করণে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে প্রিয়ম্বদ বলছে : 'দেখেচি দেখেচি ; ও ত এদেশী কাগ মহারাজ। বোধ হয় ঐ সকল রাঙ্গা রাঙ্গা ফুল দেখে ঐ রূপ ডাকছে।' দ্বিতীয় সংস্করণে আছে : 'দেখেচি দেখেচি ওত এদেশী কাগ মহারাজ।'

প্রিয়ম্বদের গানের মাঝে কিছু সংলাপ যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণে। প্রথম সংস্করণে গানটি এরূপ :

রাগিণী জংলা—তাল জৎ

কোথায় রহিল আমার সে যতনের ধনরে—
যার লাগি ঘর ছাড়ি—
ভুলেছি। এই এমনি ভুলেছি। (পুনঃ সুরের সহিত)
তারে নারে নারে রে।
আর মনে হলো না (ক্ষণ উর্দ্ধ নেত্রে চিন্তা) মহারাজ হয়েছে।
এই বারে মনে হয়েছে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি কোথায় না যাইরে।
হেরিয়ে কুসুম বন, মন হল উচাটন।
কোকিলের স্বরে প্রাণ আর—
মহারাজ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উদর খালি রয়েছেন—

এতে কি আর ছাই মনে হয়, ক্ষুধা হলে কথা আড়িয়ে যায়—
তায় আবার গান——

দ্বিতীয় সংস্করণে গানটি ঈষৎ পরিবর্তিত :

রাগিনী জংলা—তাল জৎ

কোথায় রহিল আমার যতন ধনরে
যার লাগি ঘর ছাড়ি
যার লাগি ঘর ছাড়ি
তারে নারে নারে রে।

মনে হলোনা। পেটে কিছু নাই ছাই মনে হবে কি ?

—সে যতনের ধনরে।
যার লাগি ঘর ছাড়ি—

রাজা। হে নটবর ব্যাপার কি
প্রিয়। কৈ কিছুই নয়—

যার লাগি ঘর ছাড়ি—কোথায় না যাইরে—
হেরিয়ে কুসুম বন মন হল উচাটন,
কোকিলের স্বরে প্রাণ আর—

প্রিয়ম্বদের প্রস্তাবের জবাবে রাজা প্রথম সংস্করণে বলছেন : 'এই বয়সে বিবাহ কোল্লে দেশশুদ্ধ লোক আমার নিন্দা করবে।' এ উক্তির জবাবে প্রিয়ম্বদ যা বলছে তা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে : 'দেখে রাখুন নিন্দে কার নিন্দা কার কাছে। আপনি বাঁচলে বাপ মায়ের নাম—লোকের নিন্দায় কি হয়। নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে কতক্ষণ লাগে। আজকাল যথার্থবাদী উচিত বক্তা কে আছে মহারাজ ? যিনি একটু মাথা তুলবেন; রাজ বিধি খাটাতে হবে না শাসনদণ্ডের সাহায্য লইতে হবেনা। সেই খেউ খেউ হেউ হেউ রবের সঙ্গে ২ কিছু রসাল গোচের (দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া) ফেলে দিলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। সে-বার শর্মার জবাবে রাজা বলছেন : 'তাত্ মানলেম বয়সের কি ? এ বয়সে কি আর বিবাহ সাজে ?'

উপরের সংলাপগুলো প্রথম সংস্করণে নাই। এখানে এ সংলাপ সংযোজন নাটকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে বলা যায়। এর পর যে উক্তি আছে তা উভয় সংস্করণেই দেখা যায়। প্রিয়ম্বদের আর একটি উক্তি প্রথম সংস্করণে এরূপ : 'হুঁ মহারাজ। ওকি একটা কথা ? যত্ন কোল্লে কিনা হয় ?'

দ্বিতীয় সং রণে এই উক্তিটি আরও দীর্ঘ করা হয়েছে : 'মহারাজ কি কথাই বল্লেন। হাসি রাখবার স্থান আর নাই। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকলে বুদ্ধির স্থির থাকেনা। মহারাজ যত্ন করলে কি না হয় ?'—এর পরের অংশটুকু প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

প্রিয়ম্বদের আর একটি উক্তি প্রথম সংস্করণে এরূপ : 'আপনি অনুমতি কোল্লে আবার হবেনা। অধীনে থেকে তার এত বড় ক্ষমতা যে মহারাজের সঙ্গে বিয়ে দেবেনা ?'

দ্বিতীয় সংস্করণে এই উক্তিটি ঈষৎ দীর্ঘ—'হা হা কি রকমে হবে এই বুদ্ধিটুকু এখন রাজ রাজেশ্বরের মাথায় নাই। হায়রে গৃহলক্ষ্মী মহারাজ। আপনি অনুমতি কোল্লে আবার হবেনা।'—এর পরের অংশটুকু প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

এর পর রাজার প্রশ্নের জবাবে প্রিয়ম্বদ যে উত্তর দিচ্ছে তা প্রথম সংস্করণে এরূপ: 'মহারাজ আপনি রাজকার্য কি কোরে করেন? আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবেনা বলেন কি? জানেন সকলি এর জন্য। (অঙ্গুলি বাজাইয়া দর্শন)'

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রিয়ম্বদের জবাব আরও দীর্ঘ এবং ভিন্ন রকমের: 'মহারাজ বুঝেছি। আর বলতে হবে না; মাতৃ পিতৃ বিয়োগে আজীবন দুর্দশা—রাজমস্তক স্ত্রী-বিয়োগ ভারে অবনত। বুদ্ধির বিপর্যয়। হায়রে লক্ষ্মী। হায়রে গৃহলক্ষ্মী। গৃহভূষণ। কি পরিতাপ কি পরিতাপ রাজা নীরেন্দ্র সিংহের মতিভ্রম। মহারাজ আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলেন কি? প্রস্তাব মাত্রে সম্মত। যদি না হয় তবে গলার এ সাদা সুত আর গলায় রাখবো না ছিড়ে অগ্নিদেবে উপহার দিয়া যা ইচ্ছা তাই করবো।'

প্রথম সংস্করণে রাজার উক্তি—'আচ্ছা, তাই হবে।' এই দিয়ে দৃশ্য শেষ, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে প্রিয়ম্বদের উক্তি ও পরে রাজার উক্তির পরে দৃশ্য শেষ হয়েছে:

"প্রিয়—তবে শর্মা রায় চল্লেন (প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হচ্চে। এদিকে প্রিয়ম্বদও আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। কি করি যদি প্রিয়ম্বদ কৃতকার্যই হয়; তবে বিশেষ গোপনে এ কার্য সম্পন্ন করা চাই। এ বয়েসে আর লোক জানাজানি করে আবশ্যক নাই। যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হতে হতে যদি এ দিকে ঘটে যায় তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়; কার মেয়ে তার জীবনের ভার হয়েছে যে দেখে শুনে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে।—কপালে কি আছে বলা যায় না।"

দ্বিতীয় সংস্করণে এখানেই অর্থাৎ দ্বিতীয় রঙ্গভূমির পর তৃতীয় রঙ্গভূমি সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে এ দৃশ্যটি নেই।

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ভোজপুর—বসন্তকুমারীর বাসগৃহ

বসন্তকুমারী। (শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুদিতে২) হায়। কোথা গেল? এত কথা এত ভালবাসা এত প্রেম শেষে সকলি ফাঁকি। শুধু ফাঁকি নয়—প্রাণ মারিয়া[৭] ফাঁকি। কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! না—না তাই বা বলি কিসে? ধর্ম সাক্ষী করে কণ্ঠহার বদল হয়েছে; (হারের প্রতি চাহিয়া) একি? কি সর্বনাশ। এ কার হার? এ হার কার? এ যে আমারই হার। কথা কি? হায়। হায়। এর অর্থ কি? না—না আমি দেখিলাম[৮] কি? একি স্বপ্ন? না না তাই বা কি করে হয়। আমি স্বহস্তে তার গলায় হার পরাইয়াছি। তিনিও তার গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়েছেন। সে হার কৈ? এ যে আমারই হার। (কন্ঠ হইতে হার খুলিয়া) এই যে আমারই হার। আমার গলায় এ হার কেন? তবে কি যথার্থই

স্বপ্ন না চিত্ত বিকার। অসম্ভব। সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম না। আমার চক্ষু ত বন্ধ ছিল। না আমি স্পষ্ট দেখেছি; কথা বলেছি, কথা শুনেছি; কাছে বসেছি, স্বপ্নে কি এত কথা হয়; এত ভালবাসা জন্মে: আর এত ভাল দেখায়। হা নাথ। কোথা গেলে? (বসন্তকুমারীর পশ্চাদ্ দিকের দ্বার দিয়া মালার প্রবেশ এবং নিঃশব্দে দণ্ডায়মান) হায় হায় এত কথা সকলি মিছে হলো। সত্য সত্যই কি স্বপ্ন? (কণ্ঠ হার দূরে নিক্ষেপ) এ হার আর গলায় পরবোনা; না তা হবে না। হার আমার যতনের, এ হার আমার আদরের, যে পবিত্র গলায় উঠেছিল স্পর্শগুণে হারও পবিত্র হয়েছে; এ হার আজীবন আদরে গলায় রাখব। (হার আনিয়া পুনরায় কন্ঠে ধারণ এবং পূর্ববৎ উপবেশন) আমার কি হলো। আর সহ্য হয়না। কেন হৃদয়ে আঘাত লাগে? কেন প্রাণ কান্দিয়া[৭] উঠে। একি জ্বালা হায়। হায়। কেন চক্ষু—(অধোবদনে চিন্তা এবং মেঘমালা অতি সাবধানে বসন্তকুমারীর পশ্চাদ হইতে যাইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ)

বসন্ত। (চমকিত ভাবে) আর কেন জ্বালাও দু'খানি পায় ধরি অবলা, বালা অন্তরে আর আঘাত দিওনা—নাথ আমি বালিকা এ চাতুরির মর্ম আমি কি বুঝব। (মেঘমালা বসন্তকুমারীর চক্ষু ছাড়িয়া সন্মুখে আগমন। বসন্তকুমারীর—রোষ ক্রোধ অভিমান দুঃখ লজ্জায় অধোবদনে চিন্তা)

মেঘমালা। (নিকটে বসিয়া)

ও সখি কেন ২ অধোবদনে।
কি কথা হল কারই সনে॥
ছল ছল দুটি আঁখি
ভাবিছ কি বিধুমুখী
বল বলো প্রাণ সখী
কি আছে মনে॥

(চিবুক ধরিয়া) ও সখি কেন কেন অধঃবদনে। কি হয়েছে? সৈ তোমার দুখানি পায় ধরি: বল কি হয়েছে। (পায়ে ধরিতে উদ্যত)

বসন্ত। আমার কিছু হয় নাই। আমি তোমার পায় ধরি; তুমি আমার মাথা খাও, আমাকে বিরক্ত করোনা।

মেঘমালা। কি বিরক্ত কল্লুম ভাই? বিরক্তের মধ্যে একটি সামান্য গান গেয়েছি। আর এই কাছে বসে জিজ্ঞাসা করছি, কি হয়েছে? এতেই কি বিরক্ত করা হলো?

বসন্ত। (বিরক্তির সহিত) আমি তোমার গান শুনতে ইচ্ছা করি না। কথা শুনতেও ভালবাসি না। তোমার পায়ে ধরি তুমি আমাকে ক্ষমা কর। রক্ষা কর।

(পুররক্ষিণীর প্রবেশ এবং রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া যোড় করে) মহারাজ। আপনাকে দেখতে আসছেন।

বসন্ত। আসছেন ভালই।
(রাজা বিজয়সিংহের প্রবেশ এবং পুররক্ষিণীর প্রস্থান)

বসন্তকুমারী-মেঘমালা উভয়ে শশব্যস্তে উঠিয়া রাজচরণ বন্দন এবং নত শিরে দণ্ডায়মান)

রাজা। (বসন্তকুমারীর প্রতি) মা। আমি তোমার দাসীর মুখে শুনলেম : কি অসুখ হয়েছে মা ?

বসন্ত। (মৃদু স্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই।

মেঘ। (নম্রভাবে) অসুখ হয় নাই ; কি কথা ? যা কখনও দেখি নাই তাই দেখছি, একি অসুখ নয় ?

রাজা। (মেঘমালার প্রতি চাহিয়া) মা কি দেখছ ? অসুখের লক্ষণ কি দেখলে মা ?

মেঘ। আপনি সখির মুখের ভাব, কথার আভাষ, চক্ষের চাউনি দেখে কি বুঝতে পাচ্ছেন না। আমার কথায় বিরক্ত, আমাকে মনের বলি ? একি দেখতে অনিচ্ছা—ইহাতে[10] কি বলি ? একি মনের বিচার নয় ? একি অসুখের লক্ষণ নয় ? বিপদের আশঙ্কা নয় ?

রাজা। (বসন্তকুমারীর আপাদমস্তক দৃষ্টি করিয়া স্নেহ সহকারে বলিলেন) মা তুমি আমার সর্বস্ব। ভোজপুর রাজবংশে তুমিই একমাত্র মণি। মা যথার্থ কথা বলো তোমার কি অসুখ হয়েছে ?

বসন্ত। (মহারাজের পায় ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই।

রাজা। কোন অসুখ হয় নাই ; তবে একি মা ? তোমার চক্ষে জল কেন ? তোমার মুখ মলিন কেন ? তোমার সেই একপ্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির মন কেন মা ? তোমার অভাব কি ? তুমি আমার একমাত্র কন্যা তোমার অভাব কি ? এ রাজ্য ধন সকলি তোমার। তোমার মনের কোন দুঃখের কারণ না হইলে[11] চক্ষে জল আসিবে[12] কেন মা। আমার যে একটু সন্দেহ ছিল তা মেঘমালার কথায় আর নাই। মা তোমার মনের কথা বলো। কোন দাসী কি অন্য কেহ তোমাকে কিছু বলে থাকে কি তোমার অবাধ্য হয়ে থাকে, তোমাকে অবজ্ঞা করে থাকে বল এখনই তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান কচ্ছি।

বসন্ত। (কাঁন্দিতে) পিতঃ আমার কোন অসুখ হয় নাই। আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই। কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই। আমার মনেও কোন কষ্ট হয় নাই। (ক্রন্দন)

রাজা। মা বৃদ্ধ বয়সে আর আমার অন্তরে ব্যথা দিওনা মা। তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্টভাবে বল। যে প্রকার অসুখই হয়ে থাকে গোপন করোনা।

মাঃ আমি তোমার পিতা, আমার কাছে মিথ্যা বলিলে[১৩] মহাপাপ, তুমি অবোধ নও। মনের কথা বল। বৈদ্য গণক রাজপুরীতে সকলি উপস্থিত আছেন। কোন প্রকার লোকের অভাব নাই এই মুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে[১৪] আনিয়ে তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিতেছি।[১৫]

বসন্ত। পিতঃ আমার কোন পীড়া হয় নাই। বৈদ্য চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই। আমার কোন প্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই। আমি (ক্রন্দন)

রাজা। (সজল নয়নে) হা। এ পুরীর আর মঙ্গল নাই। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে।[১৬] (মেঘমালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হয়েছে। উন্মাদের পূর্ব লক্ষণ।

মেঘ। আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পাচিছ না।

রাজা। মা তুমি বসন্তের কাছ ছাড়া হওনা। আমি মন্ত্রির সহিত[১৭] পরামর্শ করে বৈদ্য জ্যোতির্বিদ, য়োজা সংগ্রহ করে এখনি আসছি। সাবধান বসন্তের কাছ ছাড়া হওনা। মা আমার—বসন্তের কেউ নাই। (রাজার প্রস্থান)

মেঘ। সৈ—সেদে সেদে[১৮] গান শুনেছ। কত মাথার কিরে দিয়ে কথা বলিয়েছ। আজ আমি মিনতি করে তোমায় শুনাতে—চাচিছ তুমি শুনবে না। একি কথা? আর সখি আমি তোমার—বাল্যকালের সখি; আমার কাছে এত গোপন কেন? কি—হয়েছে। কার জন্যে এত—

বসন্ত। দেখ ভাই। আমার মন ভাল নাই তুমি আমায় ক্ষমা করো। কোন কথা আমার ভাল বোধ হচেছ না।

মেঘ। আর একটি গান করি।

বসন্ত। না সখি আমি বিনয় করে বলছি। তোমার গানে আমার মন আরো— (হাসিতে হাসিতে বসন্তকুমারীর দাসীর প্রবেশ)

মেঘ। ওলো তোর আবার কি হলো। এত হাসি কেন। হতভাগিনী স্থির হয়ে কথা বল্, কথা নাই বার্তা নাই সুধুই হাসি। কথাটা কি?

দাসী। গণকঠাকুর (পুনরায় হাসি)

মেঘ। (দাসীর হাত ধরিয়া খেপি।) আবার হাসবি তো মার খাবি। রাজকুমারীর অসুখ, তোর হাসি ধরেনা।

দাসী। (হাসিতে হাসিতে) ঐ অসুখের জন্যই ত গণক ঠাকুর গণে বলেছে। রাজ দরবারে কি—কম লোক জুটেছে? রাজা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রির মুখে কথা ছিলনা। এখন সকলেই হাসি খুশিতে আছেন।

মেঘ। আরে ভেঙ্গে বল না আমিও একটু সুস্থির হই। সখিকেও সুস্থির করি।

দাসী। (হাসিতে হাসিতে) না না আমি বলতে পারবনা।

মেঘ। (কৃত্রিম রোষে) তোকে বলতেই হবে, বলবি না ?

দাসী। কিন্তু কানে কানে একটু সরে গিয়ে।
(মেঘমালার কানে প্রকাশ এবং হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান)

মেঘ। সখি জ্যোতিষশাস্ত্র বড় কঠিন। কোন কথা গোপন রাখবার ক্ষমতা নাই। সাত পুরু চর্ম মাংস অস্থির মাঝের কথা জ্যোতিষে প্রকাশ করে। ধরা পড়েছ, আর বলব কি ? মনের কথা আমাকে বল্লেনা এখন রাজসভায় কথার ভাঙ্গ চূর হচ্ছে।

বসন্ত। (মৃদু স্বরে) কি কথা সখি ? কি কথার ভাঙ্গ চূর হচ্ছে বল।

মেঘ। তুমি বল্লেনা। আমি বলব কেন।

বসন্ত। তখনও পায়ে ধরেছি, এখনও পায় ধরছি বল ?

মেঘ। তুমি আমার সখি, প্রাণের সখি। বলছি ভেঙ্গে চূরে বলছি কিন্তু একটু বিলম্বে।

বসন্ত। না না বিলম্ব সহ্য-হয়-না—এখনি বল।

মেঘ। আর কি "ফুল ফুটিল[১৯]।"

বসন্ত। ওকি কথা যাও আমি—তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা—কিসের ফুল ফুটিল।

মেঘ। যে ফুল কুঁড়ি ছিল, তাই ফোট ফোট হয়েছে শীঘ্রই—ফুটবে চিন্তা নাই ওদিকে আয়োজনের আদেশ হয়েছে।

বসন্ত। তুমি যা ইচ্ছা বলে যাও আমি শুনব না।

মেঘ। আর বাঁকি রাখলে কি ? আচ্ছা আমি চল্লেম।
(যাইতেই বসন্তকুমারী মেঘমালার বস্ত্রধারণ) আর ধরা ধরি কেন গণকে গুণে বলেছে সয়ম্বর[২০] সভায় ঘোষণা দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। এখনও মন ভাল হয়নি—?
(মেঘমালা যাইতে উদ্যত। বসন্তকুমারী মেঘমালার বস্ত্র ধরিয়া উভয়ে প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

এখানেই এই দৃশ্যের শেষ। নাট্যকার কোথাও কোথাও 'পটক্ষেপণ'—এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। সকল দৃশ্যের শেষে এই কথাটি নেই। এই দৃশ্য সংযোজনে রাজকুমারীর মানসিক অবস্থাটি পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রথম সংস্করণের তৃতীয় রঙ্গভূমির

শেষে (দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ রঙ্গভূমি) প্রজাদের উক্তি এরূপ : 'যুবরাজের জয় হোক। পরমেশ্বর ভাল করুন। (সঙ্গের মামদোর প্রতি) ওরে মামদো। তুই কিছু চেয়ে নে না ; আমাদের সঙ্গে তো তোর খাওয়া চোলবেনা।''
জবাবে নরেন্দ্র বলছে : ওরে তুই কি মুসলমান।

মামদো : মুই হেঁদু।

নরেন্দ্র : আচ্ছা তুমিও দুটি টাকা লও। তোমরা কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা কর।

এই অংশটি দ্বিতীয় সংস্করণে একটু ভিন্নভাবে লিখিত হয়েছে। মামদো-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। তৎস্থলে প্রজাগণ গান করতে করতে প্রস্থান করবে।

প্রজা। যুবরাজের জয় হউক—যুবরাজের জয় হউক।
(যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার ও শরৎকুমারের প্রস্থান। এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে আপন ২ টাকা কাপড়ে বান্দিতে ২ গান)

এমন বিচারক রাজার রাজ্যে মরি অবিচারে।
আমাদের ভাই সাধ্য নাই।
আমরা রাজার কাছে যাই।
বলি সব মনের কথা দুটি পায় ধরে।
বিড়াল কুকুর শৃগাল মত, বধে প্রাণ বলব কত।
জোরে ধরে নিয়ে কার, সর্বনাশ করে।
আমাদের রক্ষা হেতু আছে যত ধূমকেতু
মন যোগালে মনের মত পেলে তারা সকলি পারে।
যার যা ইচ্ছা সে তাই করে,
ওরে রাজা থাকতে প্রজা মরে, হায়। হায়।
এ দুঃখের কথা আমরা বলি কারে।।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় রঙ্গভূমিতে রেবতীর একটি উক্তি দ্বিতীয় সংস্করণে কিছুটা বর্ধিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে আছে : 'যদি এই রমণী তার প্রণয়িনী হয় তা হলে আমার কথা আর মনেও করবেন না। হা। সকল আশাই নিরাশ হলো। মালতি। এর উপায় ? আমি ত আর বাঁচিনা।' দ্বিতীয় সংস্করণে এই উক্তি এরূপ : 'যদি এই রমণী তাঁর প্রণয়িনী হয় তা হলে আমার মনের আশা পূর্ণ করা দূরে থাক ফিরেও চাইবেন না। দিনান্তে কি মাসান্তে আমার কথা মনে আর করবেন না। হা সকল আশাই নিরাশ হল। মালতি এর উপায়! আমি ত আর বাঁচিনা।'

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় রঙ্গভূমিতে বীরেন্দ্রের শেষ উক্তিটি ভিন্ন ভাবে দ্বিতীয় সংস্করণে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে আছে : 'অগ্নিদেব—আমার নরেন্দ্র দাও। প্রাণাধিক নরেন্দ্র। নিরপরাধী শিশু। আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও। নরেন্দ্র। আমার প্রাণের নরেন্দ্র। আমার কোলে আয়। আমার প্রাণ গেল। নরেন্দ্র। আমার নরেন্দ্র। এসো কোলে করি। (লম্ফ প্রদানে অনলে প্রবেশ)'

রাজার এই উক্তির পরে আছে : 'সকলে— হায়। হায়। সর্বনাশ হলো। হায় হায়। একি হলো।' এর পরই যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় সংস্করণে রাজা বীরেন্দ্রের শেষ উক্তি এরূপ : 'অগ্নিদেব। আমার নরেন্দ্র দাও। প্রাণাধিক নরেন্দ্র। নিরপরাধী শিশু। আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও। নরেন্দ্র প্রাণের নরেন্দ্র। বিনা দোষে বিনা অপরাধে প্রাণের নরেন্দ্রকে আগুনে—হায়। হায়। প্রাণের সন্তানকে আগুনে—কুহকিনী মায়াবিনীর ছলনায় প্রাণের সন্তানকে আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারলেম। উহু কি নিদারুণ কথা। দুশ্চারিণীর পত্রখানা হাতে করেও সে সময় পড়ি নাই, কি কুহক—সত্যই কুহকিনী আমাকে কুহকজালে আবদ্ধ করেছিল। ধিক আমাকে। বাছা নরেন্দ্র কোলে আয়। (অগ্নি প্রবেশ)'

রাজার এই উক্তির পর আছে মন্ত্রীর উক্তি : ''হায়। হায়। একি হইল।[২১] সর্বনাশ হইল। (শিরে করাঘাত করিতে করিতে) হায়। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা', 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' (শিরে করাঘাত করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)''

প্রথম সংস্করণে 'যবনিকা পতন' দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে 'যবনিকা পতন' তুলে দেওয়া হয়েছে, তার স্থলে মুদ্রিত হয়েছে 'সম্পূর্ণ'।

প্রথম সংস্করণের চেয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, তবে দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে মশাররফের শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলনা।

তথ্য নির্দেশ

১ নাটকের নাম প্রচ্ছদে ছিল 'বসন্তকুমারী নাটক' তার নীচের লাইনে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ছোট অক্ষরে লিখা ছিল—'বৃদ্ধস্য-তরুণী ভার্য্যা'। পুস্তকের ভিতরের পৃষ্ঠা গুলিতে 'বসন্তকুমারী' ছাপা হয়েছিল।

২ লক্ষণীয় যে মশাররফ তাঁর নামের বানান এই এভাবে লিখেছেন 'মীর মশাররাফ হোসেন'। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'তে তাঁর নাম এভাবে মুদ্রিত হয়েছে 'শ্রী মীর মসাঃরফ হোসেন।' পরবর্তী একটি গ্রন্থে তিনি 'মোশাররফ হোসেন' এমন বানান লিখেন।

৩ মুনীর চৌধুরী তাঁর 'মীর-মানস' (১৯৬৫) গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বসন্তকুমারী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৫৯) ২৮৬ পৃষ্ঠায় বসন্তকুমারী নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করেছেন।

৪ 'বসলে' হবে।

৫ করিতে—স্থলে 'করতে' হবে।

৬ লইতে—স্থলে 'নিতে' হবে।

৭ মারিয়া স্থলে 'মেরে', 'প্রাণে মেরে'—হলেই ঠিক হতো।

৮ 'দেখিলাম' স্থলে 'দেখলাম' হবে।

৯ 'কান্দিয়া' উপভাষা বা আঞ্চলিক প্রয়োগ, মশাররফ-এর বহু রচনায় এ ধরনের আঞ্চলিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

১০ 'ইহাতে' সাধু রীতিতে চলে, কথ্য রীতিতে 'এতে' হওয়াই সঙ্গত।

১১ 'হইলে' স্থলে 'হলে' হবে।

১২ 'আসিবে' স্থলে 'আসবে' হবে।

১৩ 'বলিলে' স্থলে 'বল্‌লে' হবে।

১৪ 'তাহাদিগকে' স্থলে 'তাদেরকে', হবে।

১৫ 'করিতেছি' স্থলে 'করছি' হবে।

১৬ 'চলিয়া গিয়াছে' স্থলে 'চলে গেছে' হবে।

১৭ 'সহিত' সাধারণতঃ সাধুভাষা রীতিতে ব্যবহৃত হয়, 'সঙ্গে' হওয়াই সমীচীন।

১৮ 'সেধে সেধে' হবে, সম্ভবতঃ মুদ্রাকর প্রমাদ।

১৯ 'ফুটীল' বানান এভাবে মুদ্রিত হয়েছে। সম্ভবতঃ মুদ্রাকর প্রমাদ।
এই নতুন সংযোজিত দৃশ্যে বানান ভুল অনেক আছে। যেমন পীতা, হাসী, এগুলিকে মুদ্রাকর প্রমাদ হিসাবে গণ্য করাই সঙ্গত। তাই—শুদ্ধ বানানে এখানে দেওয়া হয়েছে।

২০ 'স্বয়ম্বর' হবে। এটিও মুদ্রাকর প্রমাদ।

২১ 'হইল' স্থলে হল বা হলো হবে। শেষের দিকেও কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রয়েছে, যেমন 'শিরে' 'শীরে' স্থলে ছাপা হয়েছে।